Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Poush 28, 1432 Bangla, January 12, 2026, Monday, No. 12, 56th year

H I G H L I G H T S

Two people, including a child, were injured in Hoanikyang Union of Teknaf in Cox's Bazar after being hit by gunfire coming from across the border amid heavy fighting and shelling in Myanmar's Rakhine State. (BBC:06)

Ahead of the 13th national parliamentary election, the NCP has announced plans to appoint 270 ambassadors nationwide to campaign for a "Yes" victory in the referendum to be held on election day. (BBC:07)

The country's law and order situation ahead of the upcoming national parliamentary election is "currently quite good," said Chief Adviser's Press Secretary Shafiqul Alam. (BBC:07)

Challenging Returning Officers' decisions, a total of 109 candidates have so far had their candidacies reinstated through appeals to the Election Commission, including 58 on the second day alone. (Jago News:10)

The Appellate Division's chamber judge has stayed a High Court verdict that ordered the restoration of the previous boundaries of the Cumilla-1 and Cumilla-2 constituencies. Lawyers said this clears the way for elections in the two seats under the revised boundaries. (Jago News:16)

The High Court has issued a rule asking why candidates of the Jatiya Party (GM Quader), a faction of the Jatiya Party led by Anisul Islam Mahmud, and the National Democratic Front led by Jatiya Party chairman Anwar Hossain Manju should not be barred from participating in the 13th national parliamentary election.(Jago News:14)

Bangladesh's interim government Foreign Affairs Adviser Md. Touhid Hossain met Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar in Jeddah, Saudi Arabia. At the meeting, both sides expressed satisfaction with the current strength of Bangladesh–Pakistan bilateral relations. (Jago News:10)

Interim government Commerce Adviser Sheikh Bashiruddin said the IPL controversy has had no negative impact on trade between India and Bangladesh. (Jago News:15)

Despite investments worth hundreds of crores of taka, the country's historic Keru & Company Limited is still struggling, as newly installed machinery continues to suffer repeated mechanical faults, leaving sugarcane farmers in distress. (Jago News:16)

Following protests demanding the cancellation of the assistant teacher recruitment examination at government primary schools over allegations of question leaks and irregularities, the DG of the Directorate of Primary Education said the allegations will be investigated. (Jago News:16)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

পৌষ ২৮, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১২, ২০২৬, সোমবার, নং-১২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মিয়ানমারের রাখাইনে ব্যাপক সংঘর্ষ ও গোলাগুলির জেরে কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নে মিয়ানমার থেকে আসা গুলিতে একটি শিশুসহ দুই জন আহত হয়েছে। [বিবিসি:০৬]

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোটে 'হ্যাঁ' বিজয়ী করতে সারা দেশে ২৭০ জন অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেবে এনসিপি। [বিবিসি:০৭]

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি 'এখন যথেষ্ট ভালো আছে' বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। [বিবিসি:০৭]

রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করে দ্বিতীয় দিনে ৫৮ জনসহ এ পর্যন্ত প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন মোট ১০৯ জন। [জাগো নিউজ:১০]

কুমিল্লা-১ ও কুমিল্লা-২ আসন আগের সীমানায় পুনর্বহাল করতে দেয়া হাইকোর্ট-এর রায় স্থগিত করে দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। ফলে নতুন সীমানা অনুসারে আসন দুটিতে নির্বাচন হতে আইনি কোনো বাধা নেই। [জাগো নিউজ:১৬]

জাতীয় পার্টি (জিএম কাদের) এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রার্থীদের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। [জাগো নিউজ:১৪]

সৌদি আরবের জেদ্দায় বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান দৃঢ়তায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। [জাগো নিউজ:১০]

আইপিএল ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশের ব্যবসায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। [জাগো নিউজ:১৫]

শতকোটি টাকার বিনিয়োগ সত্ত্বেও দেশের ঐতিহ্যবাহী কেরু অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে স্বস্তি ফিরছে না। স্থাপিত নতুন যন্ত্রপাতিতে বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। বিপাকে পড়েছেন আখ চাষিরা। [জাগো নিউজ:১৬]

সরকারি প্রাথমিকে সহকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'অভিযোগ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। [জাগো নিউজ:১৬]

বিবিসি

আপিল শুনানির দ্বিতীয় দিনে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৫৮ জন

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়ন বাতিল হওয়া ৫৮ জন আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। রোববার আপিল শুনানির দ্বিতীয় দিনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের আদেশের বিরুদ্ধে করা এসব আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন। এ দিন আপিল শুনানিতে সাতটি আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে এবং ছয়টি আবেদন অপেক্ষমান রাখা হয়েছে। রোববার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত নির্বাচন ভবনে সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আপিল শুনানি চলে। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের আদেশের বিরুদ্ধে করা আপিলের শুনানি শুরুর পর গত দুই দিনে মোট ১০৯ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। একজন বৈধ প্রার্থী বাদ পড়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

আগে ভারতের সাথে বিভিন্ন রকমের ট্রেড মেজারস নেওয়া হয়েছে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন। রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে এ কথা বলেন তিনি। "আমাদের বিভিন্ন রকমের ট্রেড মেজারস নেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে, আমাদের ব্রডার (বড় ধরনের) কিছু মেজারস দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে সেইটায় কোনো ইম্প্যাক্ট এসছে কিনা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না" বলেন মি. উদ্দিন। আইপিএল ইস্যুতে ভারত বাংলাদেশের ব্যবসার প্রভাব পড়েছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি জানান, সামগ্রিকভাবে উদার বাণিজ্যে বাংলাদেশ বিশ্বাসী। "আমরা উদার বাণিজ্যে বিশ্বাস করি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের উদার বাণিজ্য কার্যক্রম চালু রয়েছে। আমাদের দেশ স্পেসিফিক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মনে করি কোনো একটা পার্টিকুলার বাণিজ্যে আমাদের স্থানীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'বাই লেটারাল' কোনো সিদ্ধান্ত নিব না। সামগ্রিকভাবে আমরা উদার বাণিজ্যে বিশ্বাসী" বলেন মি. উদ্দিন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রথম কোনো আসামির জামিন

জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রথমবারের মতো এবার জামিন পেয়েছেন একজন আসামি। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের লক্ষীপুর সদর উপজেলার সভাপতি হুমায়ুন কবির পাটোয়ারিকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ২০২৪ সালের পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হুমায়ুন কবিরের আইনজীবী ট্রাইব্যুনালকে জানান, তার দুই ভাইয়েরও একই রোগে মৃত্যু হয়েছে। যেসব শর্তে ট্রাইব্যুনাল তাকে জামিন দিয়েছে সেগুলো হলো, আসামিকে বাসার ঠিকানা দিতে হবে, গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনও বক্তব্য দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তদন্ত কর্মকর্তা ও ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারকে জানানো ছাড়া বাসা পরিবর্তন করা যাবে না, এ মামলায় সাক্ষ্য - প্রমাণকে প্রভাবিত করা যাবে না। এসব শর্ত ভঙ্গ করলে সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে তদন্ত কর্মকর্তা গ্রেফতার করতে পারবেন বলে আদেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি : পর্দার আড়ালে কী ঘটেছিল?

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদিনই ছিল নানা জল্পনা-কল্পনা। তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ এবং নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ একদল সেনা কর্মকর্তা দুপুরের দিকে বঙ্গভবনে গিয়েছিলেন। সে সময়ের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে জেনারেল মইন ইউ আহমেদ একটি বই লিখেছেন। 'শান্তির স্বপ্নে: সময়ের স্মৃতিচারণ' নামে সে বইতে বর্ণনা করেছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ইয়াজউদ্দিন আহমেদের সাথে বৈঠকে কীভাবে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি উঠে এসেছিল। সে বইতে মঈন ইউ আহমেদ বর্ণনা করেন, "আমি প্রেসিডেন্টকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি, নির্বাচন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের আল্টিমেটাম এবং বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের অবস্থান, বিশেষ করে নির্বাচনের ব্যাপারে জাতিসংঘের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানালাম। জাতিসংঘ মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে, তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে সচেষ্ট হলো।" সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশে যে ধরনের সহিংস পরিস্থিতির তৈরি হতে পারে, সে বিষয়টি গোয়েন্দা দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে বুঝিয়েছেন। সার্বিক বিবেচনায় সামরিক কর্মকর্তারা জরুরি অবস্থান জারির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলেন। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হতে পারে- এমন ধারণা পেলেও বিষয়টি নিয়ে ১১ জানুয়ারি সারাদিনই নিশ্চিত হতে পারছিল না আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা। সেদিন দুপুরে প্রভাবশালী কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠক হয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের। সে বৈঠকটি হয়েছিল ঢাকাস্থ কানাডীয় হাইকমিশনারের বাসায়। সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের পাশাপাশি, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এবং ভারতের হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা শেখ ফজলুল করিম

সেলিম। সে বৈঠকের বর্ণনা দিতে গিয়ে মি. সেলিম বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "বিভিন্ন কথার এক পর্যায়ে তারা বললো, এভাবে হলে তো দেশ চলতে পারে না। এভাবে হলে তো বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা বাড়বে। আপনার দুই দল যদি সমঝোতায় না আসেন, তাহলে অন্যরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ওনাদের কথায় মনে হলো কী যেন একটা হচ্ছে। কারণ ওনারা পজিটিভ কিছু বললেন না।"

একদিকে রাস্তায় আওয়ামী লীগের আন্দোলন এবং অন্যদিকে বঙ্গভবনে সেনা কর্মকর্তাদের তৎপরতা চলছে। একই সাথে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকরা। পর্দার অন্তরালে কী ঘটতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে অনেকটা অন্ধকারে ছিল সদ্য ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়া দল বিএনপি। দলটি তখন ২২ জানুয়ারির নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যস্ত। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ১০ জানুয়ারি গভীর রাত পর্যন্ত কুমিল্লায় নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন। তখন খালেদা জিয়ার সাথে ছিলেন বিএনপির সিনিয়র নেতা খন্দকার মোশারফ হোসেন। মি. হোসেন বলছিলেন, "কুমিল্লার পদুয়ার বাজারে রাত ৯ থেকে ১১টা পর্যন্ত জনসভা করেছেন। আমরা রাত ১টার সময় ঢাকায় ফিরে আসি। ১১ তারিখ বিকেলের দিকে জানতে পারলাম যে, সেনাবাহিনী থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়েছেন এবং সেখানে কিছু একটা হচ্ছে। জাতিসংঘের কিছু একটা চিঠি নিয়ে সেনাপ্রধান এবং নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে জরুরি আইন ঘোষণা করাচ্ছেন।"

সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন, সেটি নিয়ে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে তীব্র বিরোধের কারণে সহিংস পরিবেশ ছিল অনেকটা সময় ধরে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই সে সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট রাস্তায় আন্দোলন করছিল। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল মইন ইউ আহমেদ তার লেখা বইতে জরুরী অবস্থা জারির পেছনে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেছেন। সে বইতে মি. আহমেদের বর্ণনা ছিল এ রকম, এক সময় ক্ষমতাধর কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করে জানাল, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে নির্বাচনে সেনাবাহিনী সহায়তা করলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য তারা জাতিসংঘকে অনুরোধ করবে। প্রচ্ছন্ন এ হুমকির পরিণতি অনুধাবন করতে আমার অসুবিধা হলো না। জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক এসব দেশের অনুরোধ ও মতামত যে জাতিসংঘ অগ্রাহ্য করতে পারবে না, তা বলাই বাহুল্য। আমি এর পরিণাম চিন্তা করে শিউরে উঠলাম। তারপরেও আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, কীভাবে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা যায়।"

সে সময় ইয়াজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন ড. সোয়েব আহমেদ। ২ জানুয়ারির নির্বাচনে যখন সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তখন 'ভিন্ন কিছু' আঁচ করছিলেন মি. আহমেদ। সে দিন সব উপদেষ্টাদের বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ। ড. সোয়েব আহমেদ বঙ্গভবনে গিয়ে জানতে পারেন যে, তিন বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করছেন। তখন উপদেষ্টা পরিষদের সবাই জানতে পারলেন যে, রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবেন। কিন্তু বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে তখনও তাদের জানানো হয়নি। মি. আহমেদ বলেন, "এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি আমাদের সাথে চা চক্রে মিলিত হলেন। সেখানে তিনি জানালেন যে, পরিস্থিতির জটিলতার কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেঙে দিতে হচ্ছে। আমরা সবাই রেজিগনেশন দিয়ে চলে গিয়েছি।" সে রাতেই শুরু হয়েছিল আরেকটি সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। প্রথমে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ইউনূসকে সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি তাতে রাজি হননি। তখন ড. ফখরুদ্দিন আহমদ প্রস্তাব পেয়ে এগিয়ে আসেন। সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদসহ বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা সে প্রক্রিয়া চালিয়েছিলেন। ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন সে সরকারে অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে মি. হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "আমার কাছে লোক পাঠানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, আপনি আসেন। বলা হয়েছিল যে, এটা কেউ জানবে না। সে হিসেবে আমি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসের ওখানে আসলাম। সেখানে দেখলাম সামরিক বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তারা। ১৫-২০ জনের মতো উপস্থিত ছিলেন " মি. হোসেন ধারণা করেছিলেন যে, হয়ত সামরিক শাসন জারি হতে যাচ্ছে। তখন জেনারেল মইন ইউ আহমেদ সবার সামনে দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন এবং মি. হোসেনকে নতুন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বললেন, সরাসরি সরকারে যোগ না দিয়ে তিনি নতুন সরকারের পেছনে থেকে সহায়তা করবেন। যুক্তি হিসেবে মি. হোসেন সরকার পরিচালনায় তার অনভিজ্ঞতার বিষয়টি তুলে ধরেন। তখন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য মি. হোসেনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। "আমাকে ৪৮ ঘণ্টা পরে ফোন করা হলো। এর মধ্যে আমি জানলাম যে, ফখরুদ্দিন সাহেবকে প্রধান উপদেষ্টা করা হবে। তখন আমি ভাবলাম যে, ফখরুদ্দিন সাহেব যদি থাকে, তাহলে ঠিক আছে। যাওয়া যেতে পারে। আমি ফখরুদ্দিন সাহেবের সাথে কথাও বললাম। উনি বললেন যে, তুমি যদি আসো, তো ভালোই হবে। এভাবেই আমি রাজি হয়েছি," বলছিলেন মইনুল হোসেন।

ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং এইচএম এরশাদসহ মহাজোটের নেতারা। সে সরকার আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল বলে উল্লেখ করেছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু, সে সরকার এক পর্যায়ে বিএনপির পাশাপাশি শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকে গ্রেফতার করেছিল। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, শুরুতে ভালো কথা বলা হলেও, পরে সে সরকারের উদ্দেশ্য পাল্টে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তখনকার সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠে। রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় অনেক ব্যবসায়ীকেও আটক করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের উপর ছিল কড়া নজরদারি। একটি সাধারণ নির্বাচনের বিষয়ে সেনা সমর্থিত সরকারের উপর চাপও বাড়ছিল। অবশেষে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সকল দলের অংশগ্রহণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে দুই বছর পর দেশে ফিরে আসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্র ৬৬ সংস্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘের বেশ কিছু সংস্থাসহ মোট ৬৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে তার দেশকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ, যে-সব সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তি ছাড়াও মানবাধিকার, গণতন্ত্র, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে এমন বৈশ্বিক সহযোগিতা সংস্থাও রয়েছে। বুধবার একটি প্রেসিডেন্সিয়াল স্মারকের মাধ্যমে এসব সংস্থার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় বৈশ্বিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন চুক্তিসহ (ইউএনএফসিসিসি) জাতিসংঘেরই ৩১টি সংস্থার নাম আছে। মি. ট্রাম্প ইতোমধ্যেই জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেসকো থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছেন।

এর আগে, তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরে যাওয়ার কারণে বহুপাক্ষিক এসব প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এর ফলে বাণিজ্য, মানবিক, শিক্ষা ও জলবায়ুর মতো বৈশ্বিক ইস্যুগুলোতে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে যে সুরক্ষা পেত, তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্র সরে যাওয়ার কারণে অন্য ধনী ও প্রভাবশালী দেশগুলোও এ ধরনের বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোতে অর্থায়ন বন্ধ বা কমিয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর আগে, গত বছরের জানুয়ারিতে বিদেশে মার্কিন সহায়তা স্থগিত করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন। পরে এর ধারাবাহিকতায় জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডি বন্ধ ঘোষণা করেন তিনি, যার ফলে বাংলাদেশে সংস্থাটির অর্থায়নে পরিচালিত অনেক প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

কোন সংস্থাগুলো থেকে সরছেন ট্রাম্প

ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক ৬৬ সংস্থা থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণার পর হোয়াইট হাউজ বলেছে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হলো 'এসব সংস্থা আর আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা করছে না' এবং 'অকার্যকর ও বৈরী অ্যাজেন্ডা প্রচার করছে'। এসব সংস্থাগুলোর মধ্যে কয়েকটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করে আসছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের মুখে থাকা দেশগুলোর একটি হলো বাংলাদেশ। এ ছাড়া, আরও কিছু সংস্থা রয়েছে যারা শিক্ষা, মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের মতো বৈশ্বিক ইস্যুতে কাজ করছে। বাংলাদেশেরও বিভিন্ন সংস্থা এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। তবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণার পর হোয়াইট হাউজ এসব সংস্থার কাজকে 'করদাতাদের অর্থের অপচয়' হিসেবে বর্ণনা করেছে। মি. ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন চুক্তিসহ (ইউএনএফসিসিসি) ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আইপিসিসি থেকেও সরে যাচ্ছে। এটি বিশ্বের জলবায়ু বিজ্ঞান বিষয়ে অন্যতম প্রধান কর্তৃপক্ষ, যারা বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনগুলোর সংকলন করে। এখন আইপিসিসি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে গেলে দেশটির জলবায়ু বিজ্ঞানীরা এতে জড়িত থাকবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এর বাইরেও যে জাতিসংঘের যে ৩১টি সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে যাচ্ছে, তার মধ্যে আছে ইন্টারন্যাশনাল ল কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার, পিসিবিল্ডিং কমিশন, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, জাতিসংঘ গণতন্ত্র তহবিল এবং ইউএন ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘের বাইরে যে ৩৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে যাচ্ছে, তার মধ্যে আছে- ২৪/৭ কার্বন ফ্রি অ্যানার্জি, কমপ্যাক্ট, কমিশন ফর ইনভায়রনমেন্টাল কো-অপারেশন, গ্লোবাল কাউন্টার টেরোরিজম ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল অ্যানার্জি ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোটের মতো সংস্থা।

বাংলাদেশে কতটা প্রভাব পড়বে

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক নির্বাহী আদেশের কারণে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইউএসএইডের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার উল্লেখযোগ্য অংশ আসত এই ইউএসএইডের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশকে প্রতি বছর দেওয়া সহায়তার পরিমাণ

৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। এর আগের বছরগুলোতে আড়াইশো থেকে তিনশো মিলিয়ন ডলারের মার্কিন সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। এই অর্থ যে-সব খাতে ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গণতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থা, পরিবেশ ও জ্বালানি এবং মানবিক সহায়তা। এ ছাড়া, রোহিঙ্গাদের জরুরি সহায়তার জন্যও বরাদ্দ ছিল এতে। এখন রোহিঙ্গাদের জন্য বরাদ্দ থাকলেও বাকী সব ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন বন্ধ হওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাংলাদেশে বন্ধই হয়ে গেছে।

এখন নতুন করে যে ৬৬টি সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে যাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় নেওয়া নানা কার্যক্রম ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক সাহাব এনাম খান বলছেন, বহুপাক্ষিক এসব সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ সরে দাঁড়ালে প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মকভাবে দুর্বল হবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রই এসব সংস্থার প্রধান অর্থায়নকারী দেশ। "বাংলাদেশের ওপর এর বড় রকমের আঘাত আসবে। বাংলাদেশ যদিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা গ্রহণকারী দেশ না। কিন্তু বাণিজ্য ও মানবিক ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আইনে অনেক কিছুতে সুরক্ষা পায় বাংলাদেশ এসব সংস্থাগুলোর কারণে। এখন আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য তৈরি হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হলে আবারও বিশ্বে বিভিন্ন 'ব্লক বা অ্যালায়েন্স পলিটিকস' সামনে আসবে, যাতে করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জন্য সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তা ছাড়া, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সামগ্রিক খাদ্য ও স্বাস্থ্য খাতে বৈশ্বিক যে সুরক্ষা দিয়ে আসছিল, সেটি দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান অনেকটাই অসম্ভব বলে মনে করা হয়। আবার, ফান্ড ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু বিষয়ক অন্য সংস্থাগুলোর কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুকেন্দ্রিক নিরাপত্তা ও নৈতিক অবস্থান বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যাচ্ছিল। এখন এই সংস্থাগুলো দুর্বল হলে তাতে বাংলাদেশের এই কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। "বাংলাদেশ করোনার সময় ভ্যাকসিন পেয়েছিল বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনাতেই। এসব ফোরামগুলো সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো থেকে সরে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হয়ত অনুকূল সিদ্ধান্ত, কিন্তু যে কাঠামোতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার হয়, তাতে ঝুঁকি তৈরি হলো," বলছিলেন সাহাব এনাম খান।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলছেন, আমেরিকার সরে দাঁড়ানোর প্রতীকী মূল্যই অনেক কারণ আমেরিকা সরে দাঁড়ালে অন্য ধনী দেশগুলোও এসব কর্মসূচি থেকে সরে দাঁড়ানোর অজুহাত পেতে পারে। "আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র উন্নত বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে দারিদ্রতা, বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ গ্লোবাল ইস্যু বা গ্লোবাল পাবলিক গুডস-এর ক্ষেত্রে অর্থায়নে এগিয়ে আসবে, এটাই সবাই আশা করে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. হোসেন বলেন, গ্লোবাল কমিউনিটির এজেন্ডার সাথে আমেরিকার বর্তমান প্রশাসন একটি সামাজিক দূরত্ব তৈরি করছে এবং এর ফলে বৈশ্বিক স্বার্থের বদলে যারা একা চলতে চায়, তারাই উৎসাহিত হবে। এসব প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে বৈশ্বিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। এখানে আমেরিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তারা না থাকলে দুটি সংকট হবে- এর একটি হলো- অর্থায়নের সংকট, অন্যটি হলো- গ্লোবাল কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ থাকা চ্যালেঞ্জে পড়বে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণার মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে বড় বিভক্তিরও সূচনা হলো," বলছিলেন জাহিদ হোসেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : **১১.০১.২০২৬** আলী আহমেদ)

রাখাইনে ব্যাপক সংঘর্ষ, সীমান্তের ওপার থেকে আসা গুলিতে শিশুসহ আহত দুইজন

মিয়ানমারের রাখাইনে ব্যাপক সংঘর্ষ ও গোলাগুলির খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সীমান্তের ওপার থেকে মুহূর্মুহু গোলাগুলি, বোমা বিস্ফোরণ, মর্টারশেল ও ড্রোন হামলার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তারা। কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইক্যাং ইউনিয়নে মিয়ানমার থেকে আসা গুলিতে একটি শিশুসহ দুই জন আহত হয়েছে। টেকনাফের হোয়াইক্যাং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সিরাজুল মুস্তফা দাবি করেন, সকাল **১১** টা থেকেই মিয়ানমারের ওপারে যুদ্ধ পরিস্থিতি রয়েছে। মুহূর্মুহু গোলাগুলি, বোমা বিস্ফোরণ, মর্টারশেল ও ড্রোন হামলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন তারা। "মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সকাল থেকেই যুদ্ধের মতো। আমরা বাসাত পর্যন্ত থাকতে পারছি না। বড় বড় অস্ত্র মারছে " বলেন মি. মুস্তাফা। হোয়াইক্যাং ইউনিয়নের লাম্বা তেরছি ব্রিজের কাছে মিয়ানমার থেকে ছুটে আসা গুলিতে নিহত শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। প্রথমে শিশুটির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও পরে কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) অলক বিশ্বাস জানিয়েছেন, দুপুর দেড়টার কিছু পরে শিশুটিকে যখন কক্সবাজার সদর হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রাম সদর হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছিলো তখনও সে জীবিত ছিল। মি. বিশ্বাস বিবিসি বাংলাকে বলেন, " শিশুটিসহ দুইজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সেখানে এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।" মিয়ানমারে এখন সামরিক জান্তার আয়োজনে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলছে। এর মধ্যেই রাখাইনে গত তিনদিন ধরে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে বলে জানা গেছে। রাখাইন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণে থাকা আরাকান আর্মির অবস্থানে বিমান হামলা জোরদার করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী। সেই সাথে রাখাইনের তিনটি রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর সাথেও আরাকান আর্মির সংঘর্ষ ঘটেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজঃ ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

সংসদ নির্বাচন করতে পারবেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। এর ফলে বগুড়া – ২ এবং ঢাকা ১৮ আসনে নির্বাচন করতে পারবেন মি. মান্না। তার আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মি. মান্নার আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া জানান, নির্বাচন কমিশনের অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল আপিল আবেদনের শুনানি নিয়ে এই আদেশ দিয়েছেন। সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এই আপিল আবেদনের শুনানি হয়েছে। এর আগে, গত দোসরা জানুয়ারি বগুড়া-২ আসনে মি. মান্নার মনোনয়নপত্র যাচাই – বাছাই শেষে বাতিল ঘোষণা করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজঃ ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোসাব্বির হত্যার ঘটনায় চার জন গ্রেফতার

ঢাকায় মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মোসাব্বির হত্যায় জড়িত চার জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা হলেন জিন্নাত (২৪), মোঃ বিল্লাল, আব্দুল কাদির(২৮) এবং মোঃ রিয়াজ (৩১)। ডিএমপি ডিবি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, হত্যার ঘটনার পরপরই ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ জড়িতদের সনাক্তকরণ, গ্রেফতার ও হত্যার মোটিভ উদঘাটনে কাজ শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে ডিবির কয়েকটি টিম ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্ত করতে সক্ষম হয় বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, ডিবির একাধিক আভিযানিক দল শনিবার ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের হেফাজত হতে হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত নম্বর প্লেট বিহীন একটি মোটর সাইকেল ও নগদ ছয় হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান, এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য কাজ করছে ডিবি। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা ও পলাতকদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। গত সাতই জানুয়ারি রাত সাড়ে আটটায় মোসাব্বিরসহ দুইজনকে গুলি করা হয়। এতে মোসাব্বির নিহত হন এবং সুফিয়ান বেপারী মাসুদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় নিহত মোসাব্বিরের স্ত্রী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা চার বা পাঁচজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজঃ ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

গণভোটে 'হ্যাঁ' বিজয়ী করতে অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেবে এনসিপি

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোটে 'হ্যাঁ' বিজয়ী করতে সারা দেশে ২৭০ জন অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেবে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি। রোববার এনসিপি সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই তথ্য জানিয়েছে। এনসিপি জানিয়েছে, এই কার্যক্রমের নেতৃত্বে থাকবেন দলটির মুখপাত্র ও সাবেক স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। দলটি আরো জানিয়েছে, নিজেদের প্রার্থী থাকা আসনে প্রার্থীর নেতৃত্বে আর প্রার্থী না থাকা আসনে 'অ্যাম্বাসেডর' বা প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রচারণা চালাবে এনসিপি। সম্প্রতি এনসিপির নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, গণভোটের প্রচারণা, মাঠপর্যায়ের সমন্বয়, মিডিয়া কার্যক্রম ও মনিটরিং জোরদার করতে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। গত নয়ই জানুয়ারি রাতে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন ৩১ সদস্যের এই নতুন কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন। আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় এবং সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পান মনিরা শারমিন। এছাড়াও কমিটিতে আরও ২৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র - তরুণদের নিয়ে গঠিত হয়েছে নতুন এই রাজনৈতিক দলটি।(বিবিসি ওয়েব পেজঃ ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি 'এখন যথেষ্ট ভালো আছে': প্রেস সচিব

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি 'এখন যথেষ্ট ভালো আছে' বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। মি. আলম বলেন, "আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আছে। হ্যা, আমরা দুই – একটা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ডেটরিয়েট হয় এরকম দুই – একটা ঘটনা আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা মনে করছি বা ইলেকশন কমিশনও মনে করছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন যথেষ্ট ভালো আছে"। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কনফিডেন্স অনেক চাঙা বলেও উল্লেখ করেন তিনি। "আমি বলবো যে সিকিউরিটি ফোর্স ইলেকশনকে সামনে রেখে যথেষ্ট প্রিপেয়ার্ড আছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। তারা এই সমস্ত যে কি কি বিষয় হতে পারে, কি কি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতে পারে তা নিয়ে তারা কথাবার্তা বলছেন। একটা অ্যাপ তৈরি করছে হোম মিনিস্ট্রি, এই অ্যাপটা আমাদের খুব হেল্প করবে" বলেন মি. আলম। নির্বাচনের দিন ঝুঁকিপূর্ণ

কেন্দ্রগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সে বিষয়েও জানান তিনি। মি. আলম বলেন, "আমরা আশা করছি ইলেকশনকে সামনে রেখে যেভাবে ট্রেনিং করা হচ্ছে প্লাস যেগুলো ভালনারেবল কেন্দ্র সেখানে বডিওউন ক্যামেরা থাকবে, সিসিটিভি থাকবে এবং এই যে অ্যাপের মাধ্যমে সবাই সংযুক্ত থাকবে .... খুব দ্রুত এই বিষয়ে ইন্টারভেন করা যাবে। খুব দ্রুত র‍্যাপিড রেসপন্স টিমকে পাঠানো যাবে এটাকে ট্যাকেল দেওয়ার জন্য।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ উপায়ে অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি : ইইউ পর্যবেক্ষণ মিশন

বাংলাদেশে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ উপায়ে অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইজাবস। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মি. ইজাবস বলেছেন, "ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে এই ঐতিহাসিক নির্বাচনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে এবং বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ উপায়ে অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি এখানে আমাদের কাজ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।" আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য গতবছরের ডিসেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন বাংলাদেশে মোতায়েন করা হয়েছে। ২০০৮ সালের পর এটিই দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় আইন অনুযায়ী এই নির্বাচনগুলো কতটা পরিচালিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন মানদণ্ড গ্রহণ করেছে সেগুলোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মূল্যায়ন করবে এই মিশন। প্রধান পর্যবেক্ষক মি. ইজাবস লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, " এই নির্বাচনগুলোর জন্য আমাদের কারিগরি মূল্যায়ন তিনটি মূল নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়: স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা এবং হস্তক্ষেপহীনতা। আমরা দীর্ঘমেয়াদী এবং দেশব্যাপী পর্যবেক্ষণের একটি শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করব। আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করব, তবে ফলাফল প্রত্যয়ন করব না। এই নির্বাচন একান্তই বাংলাদেশের জনগণের।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১১.০১.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র হাত গুটিয়ে বসে থাকলে রাশিয়া বা চীন গ্রিনল্যান্ড দখল করবে: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও গ্রিনল্যান্ডের উপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণের জন্য চাপ দিয়ে বলেছেন যে, "ওয়াশিংটন যদি কিছু না করে, তাহলে রাশিয়া বা চীন দ্বীপটি দখল করে নেবে।" ট্রাম্প বারবার ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তার প্রশাসন বিকল্প হিসেবে দ্বীপটি কেনার কথা বিবেচনা করছে। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন যে, "আমি এখনও গ্রিনল্যান্ডের জন্য অর্থের কথা বলছি না। আমি হয়তো সে বিষয়ে কথা বলব।" গ্রিনল্যান্ডের আশেপাশে রুশ ও চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চল নিয়ে কিছু করতে চলেছে। শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুত্তে'র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে যে, তারা "সমস্ত ন্যাটো মিত্রদের জন্য আর্কটিক নিরাপত্তার তাৎপর্য" নিয়ে আলোচনা করেছেন। পর্যবেক্ষকদের ভাষ্যমতে, ন্যাটো স্পষ্টতই রাশিয়া ও চীনের তৎপরতা রোধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গ্রিনল্যান্ডের বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়।শুক্রবার প্রদত্ত এক যৌথ বিবৃতিতে গ্রিনল্যান্ডের সংসদের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলো ঘোষণা করে যে, "গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ গ্রিনল্যান্ডের জনগণকেই নির্ধারণ করতে হবে।" বিবৃতিতে, ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলো বলেছে, "আমরা আমেরিকান হতে চাই না, আমরা ডেনিশ হতে চাই না, আমরা গ্রিনল্যান্ডবাসী হতে চাই।" দলগুলো জোর দিয়ে বলে যে, তাদের আবারও কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক নীতির ভিত্তিতে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাতে হবে। তাদের ভাষ্যমতে, এটিই মিত্র ও বন্ধুদের এগিয়ে যাওয়ার পথ।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১১.০১.২৬ রনি)

জাগো নিউজ

১০ দিনেই বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রেমিট্যান্স

চলতি মাস জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনেই এক বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। রেমিট্যান্স আসার এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে আবারও ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা। রোববার (১১ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, নতুন বছরের প্রথম মাসের ১০ দিনে ১১২ কোটি ৭০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ ১৩ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকার বেশি। এটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১ কোটি ডলার বেশি। গত বছরের জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে এসেছিল ৭১ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এর আগে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি (৩ দশমিক ২৯ বিলিয়ন) ডলারের রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে ঈদকে কেন্দ্র করে এসেছিল এ রেমিট্যান্স। এখন পর্যন্ত এটিই দেশের

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ডটিও ছিল গত বছরের মে মাসে, ২৯৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। তবে সেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি করলো সদ্য বিদায়ী বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। সদ্য বিদায়ী মাসে এসেছে ৩২২ কোটি ৬৭ লাখ ডলার বা প্রায় ৩৯ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স এসেছে- জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার, নভেম্বরে ২৮৮ কোটি ৯৫ লাখ ডলার এবং ডিসেম্বরে ৩২২ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

২৫ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, আনিসুলসহ চারজনের নামে মানিলন্ডারিং মামলা

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ চারজনের বিরুদ্ধে প্রায় ২৫ কোটি টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগে মানিলন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রোববার (১১ জানুয়ারি) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জসীম উদ্দিন বলেন, আনিসুল হক, তার বান্ধবী তৌফিকা করিম, মো. রাশেদুল কাওসার ভূঞা জীবন ও মো. কামরুজ্জামান পরস্পর যোগসাজশে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র গঠন করে। তারা দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ আদায় করেছে বলে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। চক্রটি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের গুলশান শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রতি মাসে ১০ লাখ টাকা করে নিয়মিত চাঁদা আদায় করতো। অনুসন্ধানের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, কামরুজ্জামান ২০১৫ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই তিনি তৌফিকার ল ফার্ম সিরাজুল হক অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে নামমাত্র আইনি পরামর্শ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তৌফিকার ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে নিয়মিতভাবে অর্থ স্থানান্তর করতেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পলাতক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুধু ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকেই চক্রটি মোট ১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা আদায় করে। এছাড়া সিআইডির অনুসন্ধানে তৌফিকার ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও প্রায় ১০ কোটি ৬০ লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের তথ্য পাওয়া গেছে। বিশেষ পুলিশ সুপার বলেন, আনিসুল মন্ত্রী হওয়ার পর তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তৌফিকা ও রাশেদুলকে ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) হিসেবে নিয়োগ দেন। একইসঙ্গে তিনি লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স টু হেল্পলেস প্রিজনার অ্যান্ড পারসন্স নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই এনজিওতে তৌফিকা চেয়ারম্যান, রাশেদুল সেক্রেটারি জেনারেল এবং আনিসুল নিজে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এনজিওটির নামে সোনালী ব্যাংকের সুপ্রিম কোর্ট শাখায় পরিচালিত হিসাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে চাঁদার অর্থ আদায় করা হতো। ২০১৫ সালের ১১ মার্চ থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ওই এনজিওর মাধ্যমে মোট ২৪ কোটি ৫৩ লাখ ৬৯ হাজার ২১ টাকা চাঁদা আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন মোতাবেক নিয়মিত মামলা করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অনুসন্ধান চলাকালে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট তৌফিকার নিজ নামে বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা মোট ২৬টি হিসাব নম্বরে জমা ২৪ কোটি ৫৩ লাখ ৬৯ হাজার ২১ টাকা ঢাকার মহানগর স্পেশাল জজ আদালতের আদেশে ফ্রিজ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

সংশোধিত এডিপি: মেট্রোরেলসহ যেসব প্রকল্পে কমছে বরাদ্দ

দুই লাখ কোটি টাকার সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্ত করেছে পরিকল্পনা কমিশন। মূল এডিপির তুলনায় যা ৩০ হাজার কোটি টাকা কম। এ বছর গুরুত্ব কমছে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, পরিবহন, ধর্ম ও কৃষিতে। বরাদ্দ বাড়ছে পরিবেশ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে। মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বেশ কয়েকটি প্রকল্পে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তা খরচ হয়নি। এ কারণে সংশোধিত এডিপিতে (আরএডিপি) বরাদ্দ ৩০ হাজার কোটি টাকা কমছে। এরই মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় সংশোধিত এডিপি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। আগামীকাল সোমবার (১২ জানুয়ারি) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় এটি উপস্থাপন করা হবে। এনইসি সভার পরে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা। এ বিষয়ে কথা হয় পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এস এম শাকিল আখতারের সঙ্গে। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, আগামীকাল এনইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় দুই লাখ কোটি টাকার সংশোধিত এডিপি উপস্থাপন করবো। পরিকল্পনা বিভাগ জানায়, উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক ঋণ ৭২ হাজার কোটি টাকা এবং সরকারি অর্থ এক লাখ ২৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থ কাটছাঁট করা হয়েছে মেট্রোরেল লাইন-১ প্রকল্পে। এখানে বরাদ্দ ৮ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮০১ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এ খাতে প্রায় ৯১ শতাংশ বরাদ্দ কমেছে। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির আকার হতে পারে ২ লাখ কোটি টাকা। যদিও চলতি অর্থবছরের জন্য ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) নেওয়া হয়েছিল। এর মানে হলো, এবার উন্নয়ন বাজেট ৩০ হাজার কোটি টাকা কমছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি এবং আরএডিপি তুলনা করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষেত্রে বরাদ্দের চিত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এডিপির তুলনায়

আরএডিপিতে কিছু খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ বাড়লেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাতে বড় আকারের কাটছাঁট করা হয়েছে। এডিপির তুলনায় আরএডিপিতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ বেড়েছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের, বরাদ্দ বেড়েছে ২৮ শতাংশ। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিভাগে বরাদ্দ বেড়েছে ৮ শতাংশ। এ দুই খাতেই মূলত বরাদ্দ বাড়ানোর প্রবণতা দেখা গেছে। মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ৭৭ শতাংশ কমানো হয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণে। ৭৩ শতাংশ কমানো হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে ৫৫ শতাংশ। এছাড়া বিদ্যুতে ২৭ শতাংশ, প্রাথমিক শিক্ষায় ২৯ শতাংশ, নৌ-পরিবহনে ৩৬ শতাংশ, রেলপথ ও কৃষিতে ৩৬ শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে। কিশোরগঞ্জ এলিভেটেড সড়ক প্রকল্পে বরাদ্দ কমেছে ৯৫ শতাংশের বেশি। মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা সেতু প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হয়েছে প্রায় ৯৭ শতাংশ। এসব প্রকল্পে বরাদ্দ কমায় উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের গতি মন্থর হওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ ৪ হাজার ৬৮ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার ৮৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। একইভাবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পে বরাদ্দ এক হাজার ৩৯ কোটি টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা। বিআরটি প্রকল্পেও বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এ খাতে বরাদ্দ ৪২৫ কোটি টাকা থেকে ১৬৮ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটারগেজ রেললাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বরাদ্দও উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খাদ্য কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। ঢাকা স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৪১ শতাংশের বেশি। নগর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রতিরোধমূলক সেবা প্রকল্পগুলোর বরাদ্দও ৮০ শতাংশের বেশি কমেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

দ্বিতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আরও ৫৮ জন

রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে আরও ৫৮ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। গতকাল শনিবার ৫১ জন প্রার্থী মনোনয়নের বৈধতা পেয়েছিলেন। আপিল শুনানি শুরুর পর সব মিলে গত দুই দিনে ১০৯ জনের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। রোববার (১১ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আপিল শুনানি চলে। সংস্থাটির জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক সাংবাদিকদের জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির দ্বিতীয় দিনে (রোববার) ৫৮টি আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন। আপিল শুনানিতে ৭টি আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে এবং ৬টি আবেদন অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) অপেক্ষমাণ থাকা মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন-এর আপিল আবেদনটি নির্বাচন কমিশন মঞ্জুর করেছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) ১৪১-২১০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপিল শুনানি চলবে। এবার ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে। শনিবার ইসির নিষ্পত্তি করা ৭০টি আপিলের মধ্যে ৫১ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে কমিশন। একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি। আর ১৫ জন প্রার্থীর আপিল না মঞ্জুর হয়। এছাড়া তিনজন জন প্রার্থীর আপিল আবেদন বিবেচনাধীন রাখে ইসি। তফসিল অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময়। এর পরদিন চূড়ান্ত প্রার্থী নির্ধারিত হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

টেলিফোন আলাপের পর এবার জেদ্দায় বৈঠকে তৌহিদ হোসেন-ইসহাক দার

স্বল্প সময়ের মধ্যে দুই দফা টেলিফোন আলাপের পর এবার সৌদি আরবের জেদ্দায় বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের (সিএফএম) জরুরি অধিবেশনের ফাঁকে রোববার (১১ জানুয়ারি) এ বৈঠক হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিবৃতিতে জানানো হয়, বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান দৃঢ়তায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শিক্ষা সহযোগিতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বৈঠকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেন তৌহিদ হোসেন ও ইসহাক দার। এর আগে গত বুধবার রাতে টেলিফোনে কথা বলেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তারও আগে, গত রোববার তাদের মধ্যে আরেক দফা ফোনালাপ হয়। ওই সময় চীন সফররত অবস্থায় ইসহাক দার ঢাকায় অবস্থানরত পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে টেলিফোন করেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ধারাবাহিক এই যোগাযোগ ও বৈঠক দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও গতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

দণ্ডিত ২৫ বাংলাদেশিকে ক্ষমা করলেন আমিরাতের প্রেসিডেন্ট

দণ্ডিত ২৫ বাংলাদেশি নাগরিককে ক্ষমা করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। ক্ষমাপ্রাপ্ত সবাইকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকার সংযুক্ত

আরব আমিরাত দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বিবেচনায় ওই বাংলাদেশিদের ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নেন ইউএই প্রেসিডেন্ট। তারা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে চলমান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমিরাতে কর্মসূচিতে অংশ নেন। এতে দেশটির আইন লঙ্ঘিত হওয়ায় তাদের গ্রেফতার করে বিচার করা হয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের জুলাইয়ের ঘটনাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে দণ্ডিত বাংলাদেশিদের ক্ষমা প্রদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানায়। ইউএই দূতাবাস জানায়, ক্ষমাপ্রাপ্ত ২৫ জন বাংলাদেশির সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই মানবিক উদ্যোগ সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্বের করুণা, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন। পাশাপাশি এটি বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যকার গভীর ও ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কেরও প্রমাণ। এর আগেও আমিরাতে বিরল এক প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার দায়ে দণ্ডিত বাংলাদেশিদের কয়েক দফায় ক্ষমা করেছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে তা নির্ধারণেই গণভোট: আলী রীয়াজ

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দিতেই এবারের গণভোট বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ। দেশজুড়ে গণভোটের প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রোববার (১১ জানুয়ারি) বরিশালের বেলস পার্কে বিভাগীয় প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান। রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। তিনি জানান, সম্মেলনে বরিশাল বিভাগের কমিশনার মো. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন। গণভোটের প্রচার ও ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় কর্মসূচির প্রথমদিনে আজ বরিশাল বিভাগের ইমামদের নিয়ে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ১২ শতাধিক ইমাম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে আসন্ন গণভোটে সরকারের প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, অনেক সংগ্রামের বিনিময়ে পাওয়া এই বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক দেশের জনগণ। গণভোটের মধ্যদিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথরেখা তৈরি হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামীদিনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ কীভাবে চালাবেন, এই গণভোটের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে দেওয়ার সুযোগ সবাইকে কাজে লাগাতে হবে। অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, আমরা এমন একটি রাষ্ট্র চেয়েছি যেখানে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। কিন্তু বিগত ৫৪ বছরেও আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারিনি। গত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসন, অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে এটুকু পরিষ্কার যে, এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, আমরা যে যার ইচ্ছামতো পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবো; কিন্তু আগামীর দেশটা কেমন হবে তা নিয়ে আমাদের একমত হতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলের তালিকা চেয়েছে ইসি, পরিপত্র জারি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গঠিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলের সদস্যদের তালিকা জরুরি ভিত্তিতে পাঠানোর জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রোববার (১১ জানুয়ারি) ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে ইসি। এতে বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠান এবং নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম রোধকল্পে সূত্রোক্তে পরিপত্রের মাধ্যমে (পরিপত্র-৯) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে উল্লিখিত সেলের কার্যপরিধি অনুযায়ী সেল গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠানো জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পরিপত্রে আরও বলা হয়েছে, সেলের কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সদস্যদের তালিকা (মোবাইল নম্বরসহ) জরুরিভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখায় পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সাবেক মার্কিন স্টেট সেক্রেটারির সাক্ষাৎ

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক স্টেট সেক্রেটারি অ্যালবার্ট টি. গম্বিসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধিদলে অন্যদের মধ্যে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মোর্স এইচ. ট্যান, নর্থ আমেরিকার মুসলিম উম্মাহর সেক্রেটারি জেনারেল ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফার্মের পরিচালক আরমান চৌধুরী ও নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী নেতা ফয়সাল আলম উপস্থিত ছিলেন। জামায়াত আমিরের সঙ্গে ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ড. জুবায়ের আহমদ, ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম ও ব্যারিস্টার

আরমান আহমদ বিন কাসেম। তারা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক কুশল বিনিময় করার পর বাংলাদেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

জয় ও পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পরবর্তী শুনানি ১৫ জানুয়ারি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ হয়েছে। এখন আসামিপক্ষের শুনানির জন্য আগামী ১৫ জানুয়ারি পরবর্তী দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রোববার (১১ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজি এম এইচ তামিম, আব্দুস সাত্তার পালোয়ান ও প্রসিকিউটর মো. মামুনুর রশীদ। আসামি জুনাইদ আহমেদ পলকের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মো. লিটন আহমেদ। সজীব ওয়াজেদ জয় পলাতক থাকায় তার পক্ষে গত ডিসেম্বরে রাষ্ট্রীয় খরচে নিযুক্ত হন আইনজীবী মো. মুনজুর আলম। আসামি জুনাইদ আহমেদ পলক গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন। তাকে আজ কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদনে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ আসতো জয়ের কাছ থেকে। সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতেন পলক। এরপর আসামিপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আগামী ১৫ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল। গত ৪ ডিসেম্বর জয় ও পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই দিনে জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আর পলককে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এরপর ১০ ডিসেম্বর সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তবে তিনি উপস্থিত না হওয়ায় ১৭ ডিসেম্বর তাকে পলাতক আসামি হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় খরচে (স্টেট ডিফেন্স) আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। ট্রাইব্যুনালে জয় ও পলকের মামলা একসঙ্গে চলছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

এস আলম পরিবারের আরও ৪৩১ শতাংশ জমি-স্থাপনা জব্দের আদেশ

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১২টি স্থানের মোট ৪৩১.৬৯ শতাংশ জমি এবং ওই জমির ওপর থাকা স্থাপনা জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। দুদক সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ১৮ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারার আওতায় স্থাবর সম্পত্তি জব্দের জন্য এই আবেদন করা হয়। অভিযোগটি (মামলা) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের এক মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়, মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান), তার পরিবারের সদস্য এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য দুদকের একটি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে–বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করেছেন এবং সেই অর্থ দিয়ে দেশে ও বিদেশে বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। দুদক জানায়, অনুসন্ধান চলাকালে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যরা এসব স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগেই যদি এসব সম্পদ স্থানান্তর হয়ে যায়, তাহলে পরে অপরাধলব্ধ অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণে জরুরি ভিত্তিতে সম্পদগুলো জব্দ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দুদকের অনুমোদনক্রমে মোহাম্মদ সাইফুল আলম, তার পরিবারের সদস্য এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও ব্যক্তিদের নামে থাকা মোট ৪৩১.৬৯ শতাংশ জমি ও তার ওপর নির্মিত স্থাপনা জব্দের আবেদন করা হয়। আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে জমি ও স্থাপনাগুলো জব্দের আদেশ দেন। দুদক জানিয়েছে, মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

সালিশি কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়া আরেকটি বিয়ে নয়: হাইকোর্ট

কোনো ব্যক্তির বিয়ে বহাল থাকা অবস্থায় সালিশি (আরবিট্রেশন) কাউন্সিলের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া আরেকটি বিয়ে করতে পারবেন না- এমন বিধান বহাল রেখে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে জারি করা রুল খারিজ করে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ এ রায় দেন। সম্প্রতি রায়টি প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন রিটকারী আইনজীবী ইশরাত হাসান। মুসলিম

পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর বহুবিবাহ সংক্রান্ত ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর রিট করা হয়। তখন আইনজীবী ইশরাত জানিয়েছিলেন, এখানে নারীর সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যে ইসলামিক আইন দেখিয়ে বলছে যে চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে, সেখানে ইসলামে বলা হয়েছে, সবার প্রতি সমানভাবে সুবিচার করতে হবে। এখানে শুধু 'পিক অ্যান্ড চুজ' করা যাবে না। শুধু বিয়ে করতে পারবে, ওই অংশটুকু নিলে হবে না। সবার প্রতি কীভাবে সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে সেই শর্ত রাখতে হবে। টাকা দিচ্ছে কি না, আদৌ তার বিয়ে করার আর্থিক সঙ্গতি আছে কি না, এগুলো দেখার সুযোগ চেয়ারম্যানের (কাউন্সিলের) নেই। মালয়েশিয়ায় আদালতের মাধ্যমে হয়, চেয়ারম্যানের মাধ্যমে নয়। আদালত সমন দেন, সাক্ষীদের ডাকেন। বিয়ের যে কারণ উল্লেখ করেন, সেটি সত্য কি না তা যাচাই করেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যানের যাচাই করার সুযোগ নেই। এছাড়া চেয়ারম্যান যদি বিয়ে করতে চান তাহলে তো তিনি নিজেকে নিজে অনুমতি দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

দুদক-ইসি ঠিকমতো কাজ করলে ২০০৮ সালে হাসিনার প্রার্থিতা বাতিল হতো: দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার হলফনামায় বিস্তর ব্যবধান ছিল। দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে কাজ করলে সেই সময় শেখ হাসিনার প্রার্থিতা বাতিল হতো। রোববার সাংবাদিকদের সংগঠন র‍্যাকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি।দুদক চেয়ারম্যান ছাড়াও দুদক কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ, সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। র‍্যাকের সাধারণ সম্পাদক তাবারুল হকের সঞ্চালনায় সংগঠনটির সভাপতি শাফি উদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। ২০০৮ সালের ভোটের উদাহারণ টেনে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, 'আপনাদের মনে করিয়ে দেই ২০০৮ সালের নির্বাচনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পদের হলফনামায় যে বিবরণী দিয়েছিলেন এবং বাস্তবে আমরা যে সম্পত্তি পেয়েছি তার মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। সে সময় যদি দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে যদি কাজ করতো তাহলে সেই সময়ই তার এই প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি বাতিল হয়নি।'হলফনামা অনুসন্ধানে সাংবাদিকদের সাহায্য চেয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, 'হলফনামায় কোনো কোনো ব্যক্তির সম্পদ নিয়ে আপনারা যদি সন্ধিহান হন, অনুগ্রহ করে আপনারা এটা সবার আগে আমাদের হাতে দিন। আপনারা নিজেরাও তো অনুসন্ধানকারী। অনুসন্ধান করে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানকে সহায়তা করুন। আমরা চাইবো না হলফনামায় প্রদর্শিত হয়নি এরকম সম্পদের মালিক আগামী দিনের শাসক হিসেবে।' তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যাশা সুশাসন সবার জন্য সুশাসন এবং ন্যায়বিচার। কাজেই ন্যায়নিষ্ঠ এবং সুবিচার সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র গঠন করার জন্য যা যা প্রয়োজন আমাদের প্রত্যাশায় এই বছর আমরা সেগুলো পাবো। তারপরও কতগুলো সংকট থেকে যায়। আমাদের দুর্নীতি তো আমাদের একটি বড় সংকট এমনিতেই এই দুর্নীতি যাতে নিরসন হয় আমরা সেদিকটা সবাই লক্ষ্য রাখবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

অপারেশন ডেভিল হান্টে পাঁচ থানায় ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৩৯

রাজধানীর পাঁচটি থানা এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। অভিযানে, বনানী থানা পুলিশ ৫ জন, খিলক্ষেত থানা ১০ জন, মিরপুর মডেল থানা ৩ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ৮ জন ও যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।রোববার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ))

বায়ুদূষণের শীর্ষে ঢাকা, দুই নম্বরে দিল্লি

বায়ুদূষণের শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। অন্যদিকে ভারতের দিল্লি রয়েছে দুই নম্বরে। রোববার সকাল ৮টা ২ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স আইকিউএয়ার সূচক থেকে জানা গেছে এ তথ্য।তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা ঢাকার বায়ুর মানের স্কোর হচ্ছে ২৫৭ অর্থাৎ এখানকার বায়ু 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দিল্লির দূষণ স্কোর ২২৭ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মানও খুবই অস্বাস্থ্যকর। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

যারা নতুন বন্দোবস্তে আশাবাদী ছিলেন তাদের মধ্যে হতাশা দেখেছি

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, যারা নতুন বন্দোবস্তের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন তাদের মধ্যে হতাশা দেখেছি। শনিবার মধ্যরাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে একথা বলেন তিনি। মাহফুজ আলম বলেন, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি। নতুনভাবে কিছু করার কথা বলার পর গত দুই সপ্তাহে কয়েকশ' ছাত্র ও নাগরিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে, যারা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির ব্যাপারে একসময় আশাবাদী ছিলেন। যাদের সঙ্গেই কথা হয়েছে তাদের মধ্যে একধরণের হতাশা ও আস্থাহীনতা দেখেছি। কিন্তু কথা শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমরা সবাই আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

দাম না বাড়িয়ে ইন্টারনেটের গতি তিনগুণ করলো বিটিসিএল

গ্রাহকদের জন্য উন্নত ও ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইন্টারনেট প্যাকেজের মাসিক মূল্য সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে বিটিসিএল এর বিদ্যমান সব ইন্টারনেট প্যাকেজের গতি তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন এই উদ্যোগের ফলে গ্রাহকরা একই খরচে আগের তুলনায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা উপভোগ করতে পারবেন, যা অনলাইন শিক্ষা, দাপ্তরিক কাজ, ভিডিও স্ট্রিমিং, গেমিং এবং স্মার্ট সেবা ব্যবহারে নতুন মাত্রা যোগ করবে।মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও বিটিসিএল-এর গ্রাহকবান্ধব উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। রোববার তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ))

জামায়াত আমিরের সঙ্গে নাহিদ ইসলামের 'বিশেষ' সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামগ্রিক চালচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন।রোববার নাহিদ ইসলামের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ))

জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে হাইকোর্টের রুল

জাতীয় পার্টি (জিএম কাদের) এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) প্রার্থীদের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ওই সব প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল প্রশ্নেও রুল জারি করেছেন আদালত। রোববার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রিটের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির।এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জিএম কাদের) এবং জাতীয় পার্টির (একাংশ) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) প্রার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে রিটের শুনানি অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ জানুয়ারি। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আরও শুনানির জন্য আজ ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্ট্যান্ডওভার করেন হাইকোর্ট। তারই ধারাবাহিকতায় আজ সেটি শুনানি ও আদেশ দেওয়া হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ভোলার বাসিন্দা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ গত ৪ জানুয়ারি হাইকোর্টে এ রিট করেন। রিটে আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ))

একের পর এক নেতাকর্মী হত্যায় 'নীরব' বিএনপি, তৃণমূলে বাড়ছে হতাশা

মাত্র এক মাস পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশে ফিরেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলও বেশ চাঙা। কিন্তু গত কয়েক মাসে দেশজুড়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন দলের অনেক নেতাকর্মী। সবশেষ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মুসাব্বির হত্যায় কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখালেও অন্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অনেকটা 'নীরব' দেখা গেছে দলের শীর্ষ নেতাদের, যা হতাশা বাড়াচ্ছে তৃণমূলে। রাজনৈতিক ও নির্বাচনি সহিংসতায় ২০২৫ সালে ১৩৩ জন নিহত হয়েছেন বলে উঠে আসে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির বার্ষিক প্রতিবেদনে।বিএনপির দলীয় সূত্র বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর হামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ২০২৫ সালের শুধু ডিসেম্বর মাসে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত ৭০টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৩ জন। তালিকায় রয়েছে ঢাকা, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ একাধিক জেলা।দেশের বিভিন্ন জেলায় বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর এমন হামলা-হত্যার ঘটনা ঘটলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন আগের মতো দৃঢ় বা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না বলে অভিযোগ। শোক জানিয়ে অনেকটা দায় সারা হচ্ছে। হত্যার বিচার দাবিতে জোরালো কোনো আন্দোলন, সভা-সমাবেশ কিংবা মানববন্ধনও দেখা যায়নি। মুসাব্বির হত্যাকাণ্ডে কিছু প্রতিক্রিয়া, দলীয় কার্যালয়ের সামনে জানাজা হলেও সেখানে দলের শীর্ষ নেতাদের কাউকে অংশ নিতে দেখা যায়নি।সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বিএনপি সরব হচ্ছে না, যাতে নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি নেতিবাচক না হয়। এই নীরবতা তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুর রহমান মুসাব্বির এবং চট্টগ্রামের রাউজানে যুবদল নেতা মুহাম্মদ জানে আলম সিকদার হত্যাকাণ্ডের পর।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ))

কর ফাঁকির মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা দুলু

দেড় যুগ আগে দায়ের হওয়া কর ফাঁকির মামলায় বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে খালাস দিয়েছেন আদালত। রোববার ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দুলু আদালতে উপস্থিত ছিলেন।রায় ঘোষণার পর

দুলুর আইনজীবী বোরহান উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, এটি ছিল একটি হয়রানিমূলক মামলা। মামলায় এনবিআরের চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন। উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ তাকে খালাস দিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী কর কমিশনার হাফিজ আল আসাদ ২০০৮ সালের ৩ আগস্ট দুলুর বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।মামলার অভিযোগে বলা হয়, ১৯৮৩ সাল থেকে অর্জিত মোট ২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৭ হাজার ৫০১ টাকা আয়ের বিপরীতে তিনি প্রায় ১০ লাখ টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের তথ্য গোপন করে আয়কর বিভাগকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও আনা হয়। মামলার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দুলু উচ্চ আদালতে আবেদন করলেও তা খারিজ হয়। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০২৩ সালের ৯ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে মামলার বিচার শুরু হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি: বাণিজ্য উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ‘আইপিএল ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশের ব্যবসায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব আমরা দেখছি না। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।’ রোববার সচিবালয়ে নতুন আমদানি নীতি আদেশ সংক্রান্ত এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে আমাদের উদার বাণিজ্য কার্যক্রম চালু রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত না হয়, সে পর্যন্ত আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো দ্বিপক্ষীয় সিদ্ধান্ত নিই না। সামগ্রিকভাবে আমরা উদার বাণিজ্যে বিশ্বাসী।’ ‘ভারতের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এটার কোনো প্রভাব এসেছে কি না সেটা দেখছি,’ যোগ করেন শেখ বশিরউদ্দীন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

গণভোটে সরকারের প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্রে আইনগত বাধা নেই: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, গণভোট বা ‘হ্যাঁ’ ভোটের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রচারণা চালাবে। এ ক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। রোববার রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের কথা রয়েছে। একই সঙ্গে ওইদিন গণভোটও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গণভোটে চারটি প্রশ্ন থাকবে, যাতে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

যে কূটকৌশলে মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল তা অশুভ ইঙ্গিত বহন করে: মান্না

বগুড়া-২ আসনে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তবে তার মনোনয়ন বাতিলের কোনো কারণ ছিল না বলে মনে করেন তিনি। মান্না বলেন, আমি আগেও বগুড়া থেকে নির্বাচন করেছি, এবারও করছি। অথচ আমাকে বিরোধিতা করতে বা মনোনয়ন বাতিল করতে যে কূটকৌশল করা হয়েছিল বা মনোননয়নপত্র বাতিল হয়েছিল- তা খুবই অশুভ ইঙ্গিত বহন করে।রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এসে এসব কথা বলেন তিনি। কোনো রাজনীতিবিদের নাম উল্লেখ না করে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে কোমরের নিচে আঘাত করে কাউকে হারানোর চেষ্টা রাজনীতি নয়। ষড়যন্ত্র করে জেতা যায় না। গণতন্ত্রের লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হলে ষড়যন্ত্র টেকে না, আজকের রায় তার প্রমাণ।তিনি বলেন, প্রার্থিতা যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্য কাউকে বাদ দেওয়া নয়, বরং ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া। আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রে ত্রুটি থাকলে তাৎক্ষণিক সংশোধন কিংবা সময় দিয়ে ঠিক করার সুযোগ রয়েছে। এমনকি হলফনামায় ভুল থাকলেও সম্পূরক হলফনামা দেওয়ার বিধান আছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা প্রশাসন বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠায়। না হলে মনোনয়ন বাতিলের কোনো কারণ ছিল না বলে মনে করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

ইউনূস ও ইভারস আইজাবসের বৈঠকে আওয়ামী লীগ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি: প্রেস সচিব

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ইভারস আইজাবস। তবে তাদের বৈঠকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। রোববার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।প্রেস সচিব বলেন, রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ড. ইউনূস ও ইভারস আইজাবসের বৈঠক হয়। এতে আসন্ন নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় ইভারস আইজাবস জানান, বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে বৃহৎ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইইউ। তাদের মতে, এটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হবে।বৈঠকের বরাত দিয়ে শফিকুল আলম বলেন, বলেছেন ইভারস আইজাবস ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক দেশেই পর্যবেক্ষক দল পাঠায় না। পুরো শেখ হাসিনার আমলে সাড়ে ১৬ বছরে কোনো পর্যবেক্ষক

পাঠায়নি। এবার তারা বাংলাদেশ পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে, কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের একটি বড় বাণিজ্য অংশীদারিত্ব আছে। তারা এখন বাংলাদেশকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিবেচনা করে এবং বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া দেখতে পেয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

এবারের নির্বাচন হবে ঐতিহাসিক: ইইউ

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে বৃহৎ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইউরোপীয় । তাদের মতে, এটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হবে। রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ইইউ'র নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন প্রধান ইভারস আইজাবস এ কথা জানান।বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাক্ষাতের তথ্য জানিয়ে এ কথা জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ আসাদ)

শতকোটি টাকা বিনিয়োগেও কার্যত অচল কেরু চিনিকল

শতকোটি টাকার বিনিয়োগ সত্ত্বেও দেশের ঐতিহ্যবাহী কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডে স্বস্তি ফিরছে না। আধুনিকায়নের নামে স্থাপিত নতুন যন্ত্রপাতিতে বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। ফলে চলতি ২০২৫-২৬ আখ মাড়াই মৌসুমে মিলের কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন আখচাষিরা। মিল সূত্র জানায়, মাত্র চার দিনের (৯৬ ঘণ্টা) কার্যক্রমে ৫৩ ঘণ্টাই আখ মাড়াই বন্ধ রাখতে হয়েছে। একের পর এক যান্ত্রিক সমস্যায় মিল থেমে যাওয়ায় উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলার হাজারো আখচাষির ওপর। নির্ধারিত সময়ে আখ মাড়াই না হওয়ায় মাঠ ও মিল চত্বরে পড়ে থাকা আখ রোদে শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে আখের ওজন ও গুণগত মান কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি চিনি আহরণের হার কমে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন আখচাষিরা। গত ৫ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৫-২৬ মৌসুমের আখ মাড়াই কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। আধুনিক নতুন ইউনিটে মাড়াই শুরুর পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুরোনো কারখানায় কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০ ডিসেম্বর প্রথম দফার ক্রাশিং শেষ হওয়ার পর ১ জানুয়ারি নতুন ইউনিট চালু করা হলে শুরু হয় যান্ত্রিক বিপর্যয়। মিল হাউস, বয়লার ও টারবাইনসহ গুরুত্বপূর্ণ অংশে ত্রুটির কারণে একের পর এক বন্ধ থাকে মিলের কার্যক্রম। মিলের অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর ৬ ঘণ্টা, ১ জানুয়ারি টানা ২৩ ঘণ্টা, ২ জানুয়ারি ৬ ঘণ্টা, ৩ জানুয়ারি ১৫ ঘণ্টা এবং ৪ জানুয়ারি প্রায় তিন ঘণ্টা আখ মাড়াই বন্ধ ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জায়গা সংকটে ওজন শেষে পাওয়ার ট্রলিতে আনা আখ মাটিতে ফেলে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। আবার মিলের নিজস্ব ট্রাক্টরে আনা আখ দীর্ঘ সময় গাড়িতেই পড়ে থাকছে। এতে আখ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের লোকসানের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস-অনিয়ম তদন্ত হবে: ডিজি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, জালিয়াতি, অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন নিয়োগপ্রত্যাশীরা। তাদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে 'অভিযোগের তদন্ত করা হবে' বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) আবু নূর মো. শামসুজ্জামান। রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেল ডিজি আবু নূর মো. শামসুজ্জামান জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, চাকরিপ্রার্থীরা আমাদের কাছে পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। আমরা তাদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরীক্ষা বাতিল করা হবে। এর আগেও দুটি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু অনিয়ম না পাওয়া গেলে আমরা ফল প্রকাশ করবো। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অপচেষ্টা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রশ্নফাঁসের অপচেষ্টা যে হয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিবি, এসবি এবং জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন উদ্ধার করা হয়েছিল, সেগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রশ্নের কোনো মিল ছিল না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রশ্নফাঁস হয়নি। তারপরও আমরা তদন্ত করবো। ডিভাইস ব্যবহার করে জালিয়াতি প্রসঙ্গে আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বলেন, ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে পরীক্ষায় নকলের চেষ্টা হয়েছে। এটা কিন্তু প্রশ্নফাঁস না। এ ধরনের নকলের দায়ে ২০৭ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় মামলা হয়েছে, অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়াও হয়েছে। এত বড় নিয়োগ পরীক্ষায় এমন কিছু ঘটনা প্রতারকচক্র ঘটাবে, এটা অস্বাভাবিক নয়। এর আগে রোববার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন একদল চাকরিপ্রার্থী। এসময় তারা নানান স্লোগানে অনিয়ম, জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁস হয়েছে জানিয়ে পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

কুমিল্লা-১ ও ২ আসনের আগের সীমানা পুনর্বহালের রায় স্থগিত

দাউদকান্দি-তিতাস উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-১ আসন ও হোমনা-মেঘনা উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-২ আসন আগের সীমানায় পুনর্বহাল করতে রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের দেওয়া ওই রায় স্থগিত করে দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। ফলে নতুন সীমানা অনুসারে আসন দুটিতে নির্বাচন হতে আইনি কোনো বাধা নেই

বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। রোববার (১১ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো. রেজাউল হকের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও এক প্রার্থীর করা পৃথক আবেদনের শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন আদালত। এতে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) দায়ের করা পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিত করা হয়েছে। আদালতে এদিন নির্বাচন কমিশনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান খান ও আইনজীবী কামাল হোসেন মিয়াজী। রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এহসান এ সিদ্দিক। স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন ও আবদুল্লাহ আল মামুন। এর আগে এক রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে গত ৮ জানুয়ারি রায় দেন হাইকোর্ট। ঘোষিত রায়ে দাউদকান্দি-তিতাস উপজেলার পরিবর্তে দাউদকান্দি-মেঘনা উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-১ সংসদীয় আসন এবং হোমনা-মেঘনা উপজেলার পরিবর্তে হোমনা-তিতাস উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-২ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ—সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) গেজেটের অংশবিশেষ আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে আগের মতো দাউদকান্দি-তিতাস উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-১ আসন ও হোমনা-মেঘনা উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-২ আসন পুনর্বহাল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইসিকে গেজেট প্রকাশ করতে বলা হয়। হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে ইসি ও কুমিল্লা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ এম মতিন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে পৃথক আবেদন করেন। আবেদন দুটি চেম্বার জজ আদালতে আজ শুনানি হয়। এর আগে ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় কুমিল্লা-১ আসন ছিল দাউদকান্দি ও তিতাস উপজেলা নিয়ে। আর হোমনা-মেঘনা উপজেলা নিয়ে ছিল কুমিল্লা-২ আসন। তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর সীমানা পুনর্নির্ধারণ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করে। তাতে দাউদকান্দি ও মেঘনা উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-১ আসন এবং হোমনা ও তিতাস উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-২ সংসদীয় আসন পুনর্নির্ধারণ করা হয়। গেজেটের এ-সংক্রান্ত অংশবিশেষের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হোমনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মহি উদ্দিনসহ ছয় ব্যক্তি গত বছর রিট করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন। এ মামলায় বিবাদী হিসেবে যুক্ত হন কুমিল্লা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ এম মতিন ও মেঘনা উপজেলার বাসিন্দা এম এ মিজানুর নামের এক ব্যক্তি। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ৮ জানুয়ারি রুল যথাযথ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান খান বলেন, চেম্বার জজ আদালত হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন। এতে গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর সীমানা পুনর্নির্ধারণ -সংক্রান্ত গেজেট আসন দুটির ক্ষেত্রে বহাল থাকছে। এই সীমানা অনুসারে আসন দুটিতে নির্বাচন হতে আইনি বাধা নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভা-সমাবেশ ও নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্বাচনি বা যে কোনো সভা, সমাবেশ, প্রচার-প্রচারণার কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক বরাবর পাঠানো চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনপূর্ব সময়ে আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনের নির্দেশনা রয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সেমিনার, সংবর্ধনা, যুবসমাবেশ ইত্যাদির নামে ভোটারদের জমায়েত করে নির্বাচনি প্রচারণার চেষ্টা করছেন। 'এক্ষেত্রে ভেন্যু হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ বা হলরুম ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব সমাবেশের জন্য রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়াই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা স্থানীয়ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভেন্যু হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন, যা নির্বাচনি আচরণের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।' এমন পরিস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে বলা হলো বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাঁচিয়ে রাখতে গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত করতে হবে

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাঁচিয়ে রাখতে হলে আসন্ন গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। তিনি বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ জাতির দেশ গড়ার যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা এখন পাচ্ছি- তার পুরো কৃতিত্ব ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের। চব্বিশের জুলাইয়ে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থী ও জনতা রাজপথে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছিল বলেই আমরা ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। রোববার (১১ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। বিবৃতিতে চরমোনাই পীর বলেন, তবে মনে রাখতে হবে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদ উৎখাত হলেও ফ্যাসিবাদী আইন-রীতি ও সংস্কৃতির উৎখাত হয়নি। দেশ থেকে ফ্যাসিবাদের স্থায়ী বিলোপ নিশ্চিত করতেই জুলাই সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। জুলাই সনদের আইনিভিত্তি নিশ্চিত করতে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সেই গণভোটে জুলাই সনদের পক্ষে 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বাঁচিয়ে রাখতে 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত করতেই হবে। সেজন্য দেশের সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাবো, জুলাই সনদের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন

করুন। তিনি আরও বলেন, চব্বিশের জুলাইয়ে জনতা কেবল নির্বাচনের জন্য জীবন দেয়নি। বরং একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজপথে লড়াই করেছে। জুলাই সনদে সেই প্রত্যাশা পুরোটা না হলেও বহুলাংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা বারবার বলেছিলাম যে, গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদা করে আয়োজন করুন। এই জাতীয় নির্বাচনসহ সবকিছুই জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও জুলাই সনদের বরাতেই বৈধ হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট আয়োজিত হলে গণভোটের আলোচনা আড়ালে চলে যাবে। আমাদের সেই দাবিকে উপেক্ষা করার পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। জুলাই সনদের আলোচনা রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে, এটা হতাশার। জুলাই সনদের পক্ষে বিপুল জনসমর্থন প্রদর্শিত না হলে অন্তর্বর্তী সরকার, এই নির্বাচনসহ সবকিছুই প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাই জুলাই সনদের আলোচনা জারি রাখতে হবে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনের জন্য জননিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ। জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এখনো কাটেনি। এ বিষয়ে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

টেকনাফে গুলিবিদ্ধ শিশুটিকে নিয়ে চমেকের পথে অ্যাম্বুলেন্স

কক্সবাজারের টেকনাফে বাড়ির উঠানে খেলার সময় মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ছোড়া গুলিতে আহত শিশুটি এখনো বেঁচে আছে। তাকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন স্বজনরা। শিশুটির চাচা শওকত জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে উঠানে খেলার সময় শিশুটি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ শিশুর চাচা শওকত জানান, শিশুটিকে নিয়ে তারা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাচ্ছেন। অ্যাম্বুলেন্সটি চকরিয়া পার হয়েছে। শিশুটি এখনো বেঁচে আছে। আর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে তারা হাসপাতালে পৌঁছাবেন। চারদিন ধরে টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ের ওপারে রাখাইন সীমান্তে ব্যাপক হারে গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। সেখান থেকে ছোড়া গুলিতে তানজিনা আফরান নামে ওই শিশুর মাথায় গুলি লাগে। শিশুটি টেকনাফের হোয়াইক্যং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জসিম উদ্দিনের মেয়ে। সে হোয়াইক্যং লম্বাবিলের হাজি মোহাম্মদ হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

মোসাব্বির হত্যাকাণ্ড ব্যবসা কেন্দ্রিক, ধারণা ডিবির

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার আগে থেকে ঘটনাস্থল রেকি করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। একই সঙ্গে হত্যাকাণ্ডটি ব্যাবসা কেন্দ্রিক বলেও ধারণা পুলিশের। শনিবার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। ওই ঘটনায় এরই মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন- মো. বিল্লাল, জিন্নাত (২৪), মো. রিয়াজ (৩১) ও আব্দুল কাদির (২৮)। মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, বিভিন্নভাবে তদন্ত করে আমরা মোসাব্বির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আসামিদের শনাক্ত করি। আসামিদের শনাক্ত করার পর ডিবির একাধিক টিম ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, ভৈরব ও কিশোরগঞ্জ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান দুই শুটারের একজন জিন্নাতকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার মূল-সমন্বয়কারী মো. বিল্লাল হোসেনকেও গ্রেফতার করা হয়। বিল্লালের বাবার নাম শহীদুল্লাহ্। পাশাপাশি বিল্লালের বাবা শহীদুল্লাহর ভাই আব্দুল কাদির, যিনি ঘটনার পর আসামিদের পালাতে সহযোগিতা করেছেন তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার আগে আসামিরা ঘটনাস্থল রেকি করেছিলেন জানিয়ে তিনি বলেন, সেই রেকি করতে সহযোগিতা করেন মো. রিয়াজ, তাকেও আমরা গ্রেফতার করেছি। তাদের কাছ থেকে একটি নম্বরবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। এই মোটরসাইকেল হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। ডিবির এই কর্মকর্তা বলেন, আসামিদের আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। আমরা তদন্ত করছি। হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যে কী ও এর সঙ্গে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কেউ জড়িত কি না জানতে চাইলে ডিএমপির এই অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, এটা একটি আলোচিত ঘটনা ছিল। ভিকটিম একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। আমরা প্রাথমিকভাবে আসামিদের শনাক্ত করেছি এবং গ্রেফতার করেছি। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো এখনো উদ্ধার করা যায়নি। ঘটনা তদন্ত করে হত্যার উদ্দেশ্যে বের করবো। আসামিদের রাজনৈতিক কোনো পরিচয় আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। এখানে কিন্তু আপন দুই ভাই গ্রেফতার আছে ও তাদের আরেক ভাই পলাতক, যিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত। আমাদের প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ড ব্যাবসাকেন্দ্রিক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

হজ ফ্লাইট শুরু ১৮ এপ্রিল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

চলতি বছরের হজ ফ্লাইট শুরু হচ্ছে আগামী ১৮ এপ্রিল। এক্ষেত্রে হজ এজেন্সি এবং এয়ারলাইন্সগুলোকে সৌদি সরকারের নির্দেশনা এবং 'হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন, ২০২৬' এর নির্দেশনা পালন করতে হবে। রোববার (১১ জানুয়ারি) এ বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে হজ এজেন্সি মালিক এবং হজযাত্রী পরিবহনকারী তিনটি এয়ারলাইন্সের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, হিজরি ১৪৪৭/২০২৬ সালের হজযাত্রীদের হজ ফ্লাইট আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। সৌদি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এক সার্ভিস কোম্পানির হজযাত্রী একই ফ্লাইটে সৌদি আরবে পাঠাতে হবে। এছাড়া 'হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন, ২০২৬' অনুযায়ী প্রত্যেক এজেন্সির মোট হজযাত্রীর কমপক্ষে ২০ শতাংশ

প্রি-হজ ফ্লাইটের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এবং প্রথম ও শেষ পর্যায়ে ৩০-৫০ শতাংশ হজযাত্রী পাঠাতে হবে। তবে কোনো এজেন্সির অনুকূলে প্রি-হজ ফ্লাইটের প্রথম বা শেষ পর্যায়ে ৩০ শতাংশের কম এবং ৫০ শতাংশের বেশি টিকিট ইস্যু করা যাবেনা। এ অবস্থায়, এক সার্ভিস কোম্পানির হজযাত্রী একই ফ্লাইটে সৌদি আরবে পাঠানো এবং প্রত্যেক এজেন্সির মোট হজযাত্রীর কমপক্ষে ২০ শতাংশ প্রি-হজ ফ্লাইটের মধ্যবর্তী সময়ে এবং প্রথম ও শেষ পর্যায়ে অবশিষ্ট হজযাত্রীর ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বিমান টিকিট এজেন্সির অনুকূলে ইস্যুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে। প্রি-হজ ফ্লাইটের প্রথম বা শেষ পর্যায়েই ৩০ শতাংশের কম এবং ৫০ শতাংশের বেশি টিকিট ইস্যু করা যাবে না বলেও জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর বাংলাদেশ থেকে নিবন্ধিত সাড়ে ৭৮ হাজার হজযাত্রী হজ পালন করতে পারবেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অর্ধেক হজযাত্রী পরিবহন করবে। বাকি অর্ধেক পরিবহন করবে সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

IRAN PROTESTERS DEFY CRACKDOWN AS VIDEOS SHOW VIOLENT CLASHES

Protesters in Iran defied a government crackdown on Saturday night, taking to the streets despite reports suggesting hundreds of people have been killed or wounded by security forces in the past three days. Videos verified by the BBC and eyewitness accounts appeared to show the government was ramping up its response. Iran's attorney general said anyone protesting would be considered an "enemy of God" - an offence that carries the death penalty. US President Donald Trump has threatened to hit Iran "very hard" if they "start killing people". Iran's parliament speaker warned that if the US attacks Iran, Israel and all US military and shipping bases in the region would be legitimate targets.
(BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

US MILITARY STRIKES ISLAMIC STATE GROUP TARGETS IN SYRIA: OFFICIALS

The US and its partner forces have carried out large-scale strikes against Islamic State (IS) group targets in Syria, the US Central Command (Centcom) has announced. US President Donald Trump directed the strikes on Saturday, which are part of Operation Hawkeye Strike, in retaliation to the IS's deadly attack on US forces in Syria on 13 December, Centcom wrote on X. The strikes were conducted in an effort to combat terrorism and protect US and partner forces in the region, according to Centcom. "Our message remains strong: if you harm our warfighters, we will find you and kill you anywhere in the world, no matter how hard you try to evade hi justice," Centcom said. (BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

THOUSANDS MARCH, 30 ARRESTED IN MINNEAPOLIS PROTESTS AGAINST ICE

Thousands of people joined another night of protests in Minneapolis on Saturday, following the death of a woman who was shot by a US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent in the city. Earlier, city officials said 30 people had been arrested during the weekend's protests, and one police officer was injured after a "chunk of ice was thrown at them". Protests against immigration enforcement have been held across the US after 37-year-old Renee Nicole Good was shot in her car on Wednesday. The Trump administration said the agent who fired the shots acted in self-defence. Local officials have insisted the woman posed no danger. (BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

ONE PERSON DEAD AND 300 BUILDINGS DESTROYED IN AUSTRALIA BUSHFIRES

One person has died and 300 homes and buildings have been destroyed in bushfires that have torn across south-east Australia. The fires have raged in dozens of locations across the country for several days, mostly in the state of Victoria, but also in New South Wales, burning through land almost twice the size of Greater London. A state of emergency has been declared in Victoria as thousands of firefighters and more than 70 aircraft battled the blaze. Residents in more than a dozen communities have been advised to leave their homes. The authorities fear the blazes, which are being fuelled by very hot, dry and windy conditions, could burn for several weeks. (BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

LAST KURDISH FORCES LEAVE ALEPPO AFTER CEASEFIRE DEAL REACHED

The final Kurdish fighters have withdrawn from the Syrian city of Aleppo, after the announcement of a ceasefire deal in the early hours of Sunday morning. Mazloum Andi, leader of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF), said an agreement had been made via international mediation, securing the safe evacuation of "martyrs, the wounded, the trapped civilians and the fighters" from the city. Buses carrying the last Kurdish-led SDF members were seen leaving the Kurdish majority neighbourhood of Sheikh Maqsoud,

according to local media reports. The latest clashes in Aleppo started earlier this week, after negotiations to integrate the Kurds into Syria's new government reached a stalemate.
(BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

ISRAEL KILLS PALESTINIAN IN HEBRON, RAIDS NABLUS, JERUSALEM WEDDING

A Palestinian man has died from gunshot wounds after Israeli forces opened fire on his vehicle in Hebron, amid escalating violence against Palestinians in the occupied West Bank as Israel's genocidal war on Gaza shows no signs of abating. Shaker Falah al-Jaabari, 58, succumbed to his injuries on Sunday morning after being shot the previous night in eastern Hebron, according to the Palestinian Ministry of Health. The Israeli army said forces opened fire at a vehicle that accelerated towards soldiers in the Haret al-Sheikh neighbourhood; however, in a later statement, the military acknowledged that an initial review found no evidence that the incident was an intentional attack.
(BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

UKRAINIAN DRONE ATTACK KILLS ONE IN RUSSIA'S VORONEZH

A Ukrainian drone attack has killed one person and wounded three in the Russian city of Voronezh, according to local officials. Governor Alexander Gusev said in a social media post on Sunday that a young woman died overnight in a hospital intensive care unit after debris from a drone fell on a house during the attack. Three other people were wounded overnight and more than 10 apartment buildings, private houses and a high school were damaged, he said, adding that air defences shot down 17 drones over Voronezh, a city of more than one million people. (BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

ISRAEL PLANS TO EXPEL GAZA PALESTINIANS TO SOMALILAND

Somalia's Defence Minister Ahmed Moalim Fiqi has accused Israel of planning to forcibly displace Palestinians to the breakaway region of Somaliland, denouncing the alleged plan as a "serious violation" of international law. In an interview with the BBC on Saturday, Fiqi said Somalia has "confirmed information that Israel has a plan to transfer Palestinians and to send them to Somaliland". His comments came against the backdrop of longstanding fears raised by Somali officials that Israel intended to forcibly expel Palestinians from Gaza to Somaliland, reports that the self-governing region and Israel have denied.
(BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

FOURTH PALESTINIAN BABY FREEZES TO DEATH IN GAZA SINCE NOVEMBER

In the bitter cold of a Gaza winter, two-month-old Mohammed Abu Harbid has become the latest victim of Israel's genocidal war that has stripped Palestinians of shelter, warmth and survival. Zaher al-Wahidi, director of health information at the Ministry of Health, told the BBC the infant died from severe hypothermia at al-Rantisi Children's Hospital. His death brings the number of children who have frozen to death in the enclave since November 2025 to four, and 12 since the start of the genocidal war in October 2023. As severe depression brings torrential rain and freezing winds to the coastal enclave, thousands of displaced families are facing a catastrophic humanitarian emergency, with the most vulnerable paying the highest price. (BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

MYANMAR'S MILITARY HOLDS SECOND PHASE OF ELECTIONS AMID CIVIL WAR

Myanmar has resumed voting in the second phase of the three-part general elections amid a raging civil war and allegations the polls are designed to legitimize military rule. Polling stations opened at 6am local time on Sunday across 100 townships in parts of Sagaing, Magway, Mandalay, Bago and Tanintharyi regions, as well as Mon, Shan, Kachin, Kayah and Kayin states. Many of those areas have seen clashes in recent months or remain under heightened security. Myanmar has been ravaged by conflict since the military ousted a civilian government in a 2021 coup and arrested its leader, Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi, leading to a civil war that has engulfed large parts of the impoverished nation of 51 million people. The election is taking place in three phases because of the ongoing conflict. The first phase unfolded on December 28 in 102 of the country's 330 townships, while a third round is scheduled for January 25. Some 65 townships will not participate due to ongoing clashes. (BBC News Web Page: 11/01/26, FARUK)

::THE END::